তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বারাকপুর পৌরসভার নূতন বোর্ডের বর্ষপূর্তিতে পুরপরিষেবার অগ্রগতির একটি খতিয়ান

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

ঐতিহ্যবাহী এবং সাংস্কৃতিক চেতনায় সমৃদ্ধ বারাকপুর শহরে দীর্ঘকাল ধরে বামশাসিত বারাকপুর পুরসভার অকর্মণ্যতা ও রুদ্ধপ্রায় অগ্রগতির ফলে মানুষের দুর্গতি বেড়েছে। আশাহত ও ক্ষুদ্ধ নাগরিকবৃন্দ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলনের শরিক হয়ে বিগত ৩০ মে ২০১০ পৌর নির্বাচনে নিরবছিন্ন বামশাসিত পৌরবোর্ডকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

মা-মাটি-মানুষের সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছর আগেই বারাকপুরের মানুষ, তৃণমূল-এর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পৌরসভা পরিচালনার জন্য দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। মানুষের আস্থা অর্জন করে বর্তমান পৌরসভা বিগত এক বছর ধরে সাধারণ পৌরপরিষেবা সহ শহরের গরীব মানুষের রোজগার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু শ্রমিকদের শিক্ষা, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য বিতরণের সরকারী প্রকল্প রূপায়ন, অসহায় বিধবা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সরকার প্রদত্ত পেনশন প্রদানের সুব্যবস্থা করা এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনস্ত গরীব মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করা - প্রভৃতি কাজে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে আসছে।

পুরসভার উন্নয়নের পথে আর্থিক সমস্যা ছাড়াও আছে আরো কিছু বাধা। কোন বাধাই অনতিক্রম্য নয়। আমাদের দায়বদ্ধতা ও উন্নততর পুরপরিষেবা প্রদানের অঙ্গীকার ঠিক করে দিয়েছে অগ্রগতির অভিমুখ। আগামী দিনগুলিতেও বারাকপুরের সমস্ত নাগরিকবৃন্দের কাছে আবেদন যে এই পৌরসভার কাজকর্ম পরিচালনায় এবং নগরজীবনের মানোন্নয়ের স্বার্থে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

বর্তমান বোর্ড ক্ষমতায় এসেছে গত ২৩ জুন ২০১০। তারপর থেকে পুরসভার বিভিন্নক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি খন্ড চিত্র সকলের অবগতির জন্য পেশ করা হল। প্রত্যাশা বিপুল - তবুও সীমিত সাধ্যের মধ্যে কিছু কাজ এই এক বছরে আমরা করতে পেরেছি। আগামী দিনগুলিতেও পৌরপরিষেবার মানোন্নয়নে আমাদের নিষ্ঠা যথাযথ ভাবে বজায় থাকবে।

নাগরিকদের অংশগ্রহন ঃ

পরিকল্পিত নগরোন্নয়নের কর্মসূচির সাফল্য ও পৌরপরিষেবা উন্নততর করার পূর্বশর্ত হল প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে, সেই ওয়ার্ডের সাধারন নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহন। যাতে ওয়ার্ডগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের চিন্তা, ভাবনা ও চাহিদার যোগ থাকে এবং পৌর পরিকল্পনার রূপরেখা তাদের মতামতের ভিত্তিতে রচিত হয়। সেই উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডে বসবাসকারী সাধারন মানুষ ও সাধারন ভোটদাতা, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ওয়ার্ডকমিটি ও এরিয়াসভা কমিটি বা নাগরিক সভা।

বর্তমান পুরবোর্ডের আমলে গঠিত ওয়ার্ড কমিটি ও এরিয়াসভা কমিটিগুলির সংখ্যা ও প্রতিনিধিদের সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

	মোট সংখ্যা	মোট নাগরিক প্রতিনিধিদের সংখ্যা
ওয়ার্ড কমিটি	১৯ টি	২১৪ জন
এরিয়াসভা কমিটি	১৯ টি	৩০৭ জন

পুরপরিষেবা ঃ

পৌরসভার নাগরিকদের পুরসেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। গত এক বছরে এই বিভাগগুলির কাজকর্মের অগ্রগতির একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল। অগ্রগতির ধারা বজায় রাখা গেছে - যদিও তা যথেষ্ট নয়। আমাদের আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। এই স্বল্প সময়ে যেটুকু কাজ আমরা করতে পেরেছি তাই আপনাদের সকলের অবগতির জন্য পেশ করা হচ্ছে।

১. **পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ঃ** এই পুরসভার নাগরিকদের পানীয় জল সরবরাহ করা ও নূতন সংযোগ দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এই পুরসভা এলাকায় দৈনিক জল সরবরাহের পরিমাণ - ৬৫,৬২,৫০০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচ শত) গ্যালন জল। ৩৫টি যন্ত্রচালিত পাম্পের সাহায্যে প্রতিদিন এই জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই এক বছরে নূতন জলের লাইন দেওয়া হয়েছে ৫৮৩ টি হোল্ডিং-এ। জলের সংযোগ আছে মোট ১৯৬০৬ টি হোল্ডিং-এ। এক বছরে ৯০০ মিটার জলের পাইপ বসানো হয়েছে। বর্তমানে এই পুরসভার জলসরবরাহ করার জন্য মোট ১১৩ কি.মি.

পাইপ লাইন বসানো রয়েছে। মোট নূতন ৬ (ছয়) টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। বর্তমানে টিউবওয়েলের মোট সংখ্যা - ৩৭৬ টি। এক বছরে রাস্তায় নতুন ৭৫টি জলের ট্যাপ বসানো হয়েছে। মোট জলের ট্যাপের সংখ্যা হল ৪৯৪ টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান পুরবোর্ড গৃহস্থ বাড়ীতে নিয়মিত ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট জলকর আদায় সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখেছে।

২. **বর্জ্য জলনিকাশী ও আবর্জনা সাফাই বিভাগ ঃ** পুরপরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল কনজারভেন্সি বিভাগ। বিগত এক বছরে বাড়ী বাড়ী জৈব ও অজৈব আবর্জনা বাছাই করার জন্য মোট ৪০ হাজার বালতি বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান বোর্ডের আমলে অতিরিক্ত ২১ জন বালতি সংগ্রাহককে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট বালতি সংগ্রাহকের সংখ্যা ৬০ জন। এই বছরেই বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তায় ৫টি বড় নতুন জঞ্জালের ভ্যাট বসানো হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চাশের বেশি সংখ্যায় **''ইউজ মি''** নামে ছোট জঞ্জাল ফেলার পাত্র বসানো হয়েছে। নর্দমা পরিষ্কার ও আর্বজনা সাফাই করার জন্য বর্তমান বছরে প্রতি ওয়ার্ডে অতিরিক্ত ৯ জন করে সাফাই কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। মোট ১৯৪ জন সাফাই কর্মী জঞ্জাল অপসারন ও নর্দমা পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। পুরসভার গাড়ীগুলি দৈনিক ৬০ টন আবর্জনা বহন করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে থাকে। বর্তমান পুরবোর্ড নাগরিক স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে অতিরিক্ত মনযোগ দিয়েছেন।

৩. **রাস্তায় আলোর পরিষেবা ঃ** রাস্তাঘাটে নাগরিকদের নিরাপদে নৈশ ভ্রমণে যাতায়াতের সুবিধার ব্যবস্থা করা পুরপরিষেবার অন্যতম দায়িত্ব। গত এক বছরে মোট ৫০ টি সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প এর নূতন সংযোগ দেওয়া হয়েছে, পুরসভার অন্তর্গত রাস্তার বিভিন্ন বাতিস্তম্ভে। এই পুরসভার মোট ভেপার ল্যাম্পের সংযোগ দেওয়া বাতিস্তম্ভের সংখ্যা ১১৬০ টি। নূতন ১০০ টি টিউব লাইটের সংযোগ দেওয়া হয়েছে এই বছরে। টিউব লাইটের সংযোগ দেওয়া বাতিস্তম্ভের মোট সংখ্যা ৩৪৫৭ টি। সাধারণ বাল্ব রয়েছে এমন বাতিস্তম্ভের মোট ১৯টি নূতন সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরকম বাতিস্তম্ভের মোট সংখ্যা ১০৩৬টি। হাইমাষ্ট বাতি রয়েছে মোট দুটি বাতিস্তম্ভে।

আগামী দিনে যে কাজগুলি বর্তমান পুরবোর্ড সম্পন্ন করবে তা হল -

- ১০০ টি সি.এফ.এল. বাতি সংযোগ (৪৫ ওয়াট এর)
- ৪০০ টি শক্তি সাশ্রয়কারী ৩৬ ওয়াটের বাতি সংযোগ
- সৌরশক্তির সাহায্যে চালিত ৩৬ টি সৌর লণ্ঠন বা সোলার ল্যাম্প স্থাপন। পরিবেশ বান্ধব সোলার ল্যাম্প এর সংখ্যা ভবিষ্যতে আরো বাড়ানো হবে।

৪. **জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরন বিভাগ ঃ**

বর্তমান পুরবোর্ডের আমলে এই পুরসভায় মোট ৪২৩৪ টি শিশুর জন্ম নিবন্ধীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে শিশু পুত্রের সংখ্যা ২২৪৯, শিশু কন্যার সংখ্যা ১৯৮৫। এই সময়ে মোট ১৬৪১ টি মৃত্যু নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

৫. **জমি ও বাড়ী সংক্রান্ত অনুমতি ঃ**

পুরসভায় গত এক বছরে এই বিভাগের কাজ কর্মের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরন নীচে দেওয়া হল -

১) বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে ৬৯৮ টি।
২) সাইট প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে ৩০৩ টি।
৩) বিল্ডিং প্ল্যান নবীকরন করা হয়েছে ১০১ টি।
৪) বাসগৃহের জমির সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ৪৯ টি।
৫) ভোগ দখল করার জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে ১৬ টি।

৬. সম্পত্তি মূল্যায়ন পরিষেবা ঃ

এই বিভাগের কাজ সম্পত্তি হস্তান্তরের পর নাম পরিবর্তন বা মিউটেশন, জমির একত্রিকরনের কাজ বা অ্যামালগামেসন এবং মালিকানা হস্তান্তর, পুনমূল্যায়নের দাবি বা রিভিউ, খালি জমির কর নির্ধারন, সাময়িক বা মধ্যবর্তী কালে কর নির্ধারন, নথি পত্র সংশোধন প্রভৃতি। গত এক বছরে সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ১২৮৪ টি হোল্ডিংকে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই পুরসভায় হোল্ডিং এর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে মোট ২৯৬২৬ টি।

৭. ব্যবসা বাণিজ্যের অনুমতি ঃ

এই বিভাগ থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুমতিপত্র, অনুমতিপত্রের নবীকরন, অনুমতিপত্রের বাতিলকরন, ডুপ্লিকেট অনুমতি পত্র প্রদান, খাদ্যদ্রব্য সংক্রন্ত ব্যাবসা করার জন্য ব্যাবসা বাণিজ্যের অনুমতি পত্রের পাশাপাশি অতিরিক্ত অনুমতি পত্রের ব্যবস্থা করা হয়, নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে। এই পুরসভার অনুমতি প্রাপ্ত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যাবসা বাণিজ্যকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির মোট সংখ্যা ৪৩৬৩। গত এক বছরে নূতন লাইসেন্স, এবং লাইসেন্স নবীকরন প্রভৃতি থেকে পুরসভায় মোট আয় হয়েছে ৩২,৭৩,০০০ (বত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা।

৮. পূর্ত্ত বিভাগীয় কাজকর্ম ঃ

বিগত এক বছর এই পুরসভার অন্তর্গত রাস্তাগুলিতে ২৮,৫৭১ স্কোয়ার মিটার পরিমান দৈর্ঘ্যের মেরামতি ও সড়ক পুনর্নির্মাণের কাজ করা হয়েছে। নতুন খোলামুখ নিকাশী নালা তৈরী করা হয়েছে ৮,২৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের। সুষ্ঠু বাণিজ্যিক বিপনণ ও ক্রেতা বিক্রেতার স্বার্থে নূতন পুরবোর্ড, নোনা চন্দনপুকুর পুরসভা নিয়ন্ত্রিত বাজারের অত্যাধুনিক পরিকাঠামো তৈরী করার কাজে হাত দিয়েছে। ইতিমধ্যে বেসমেন্ট ও প্রথমতল নির্মাণ সম্পূর্ন হয়েছে।

৯. সাধারণ প্রশাসন বিভাগ ঃ

ই-গভর্নেন্স - কম্পিউটার পরিষেবার মাধ্যমে পুরসভার কয়েকটি বিভাগে কাজকর্ম করা হচ্ছে। জীবন ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগে প্রথম মডিউলটির সূচনা হয়েছিল ০২ মার্চ ২০১০ সালে। বর্তমানে পুরবোর্ডের আমলে ওয়ার্ড ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, পরিকাঠামো বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এম.আই.এস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) চালু করা হয় ১২ জুলাই ২০১০ সালে। কিছুকাল পরে একটি স্বাস্থ্য মডিউল এর সূচনা করা হয় (১৬ আগষ্ট ২০১০)। অতিরিক্ত এই চারটি মডিউল সংযোজনের ফলে পুরসভার নৈমিত্তিক কাজকর্মে গতি বৃদ্ধি হবে সন্দেহ নেই। সরকারী সাহায্যে ই-গভর্নেন্স এর পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। দু টি প্রশিক্ষণ কক্ষ সহ ল্যান (লোকাল এরিয়া নেকওয়ার্ক) সংযোগের পরিসীমা বাড়ানো হয়েছে। বিরাজ মোহিনী মাতৃসদনে সম্প্রতি হাসপাতাল ম্যানেজমেন্টের জন্য তৈরী করা একটি উন্নত সফটওয়্যারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন এলাকার সাংসদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় দীনেশ ত্রিবেদি মহাশয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কলকাতা পুর এলাকার ৪০ টি পুরসভার মধ্যে আমাদের পুরসভাকে কলকাতা আরবান সার্ভিসেস ফর দি পুওর নামক সরকারী প্রতিষ্ঠানটি বাছাই করেছিলেন ই-গভর্নেন্স সিস্টেমের সার্থক প্রয়োগের (ইন্টিগ্রেশন টেষ্টিং) মডেল হিসাবে নীরিক্ষার জন্য।

তথ্যের অধিকার আইনের (২০০৫) প্রয়োগ ঃ এই আইন অনুসারে মানুষকে এই পুরসভা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গত এক বছরে ১৩ টি ক্ষেত্রে তথ্যপরিবেশন করেছে। দু টি ক্ষেত্রে আপীলের জন্য আবেদন গ্রহন করা হয়েছে। মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ১৫।

শহরের গরীব মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ

শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারগুলি থেকে আবেদনের ভিত্তিতে বর্তমান পুরবোর্ডের সময়ে গত এক বছরে মোট ১৪০ জন যুবক / যুবতীকে পেশাগত ও আর্থিক সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে বিষয়গুলিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, তা হল - (ক) রূপচর্চা (বিউটিশিয়ান কোর্স), (খ) দর্জির কাজ, (গ)

কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্সির শিক্ষা, (ঙ) কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের বুনিয়াদি শিক্ষা, (চ) বাটিক শিল্প এবং (ছ) জরি এবং এমব্রডায়েরি শিক্ষা প্রভৃতি।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ এই বছরে ৫০০ জন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পুরসভার ২১৮ জন সাফাই কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। স্থানীয় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

পুরসভার স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ এই শহরের গরীব, বিশেষ করে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী নাগরিকদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য এই পৌরসভায় ৮১ জন স্বাস্থ্য কর্মী এবং ১৭ জন সুপারভাইজার নিযুক্ত আছেন। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন বস্তী অঞ্চলে গরীব পরিবারগুলিতে হাজিরা দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, পালস পোলিও টিকা করণ ও পরিবার কল্যান বিষয়ে সচেতনতা সৃস্টি করা এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন করা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব। এছাড়া গত ১৫ জুন থেকে ১৮ জুন ২০১১ এই পুরসভা ভবনে সাধারন বিভাগে সমস্ত কর্মী, সাফাইকর্মী এবং কাউন্সিলারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিশেষ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সহযোগিতা করেছিলেন অ্যাপোলো গ্লেনগেলস্ হাসপাতালের (বেসরকারী) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ।

১০. বিরাজ মোহিনী মাতৃসদন ঃ

এই পৌরসভা পরিচালিত বিরাজ মোহিনী মাতৃসদনের ইনডোর ও আউটডোর বিভাগে প্যাথোলজি বিভাগসহ সাধারন শল্য চিকিৎসা, স্ত্রী রোগ ও ধাত্রী চিকিৎসা, চক্ষুশল্য চিকিৎসা, মেডিসিন, নাক-কান-গলার চিকিৎসা, চর্ম, দন্ত চিকিৎসাসহ সাধারন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামান্য মূল্যের বিনিময়ে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী প্রসূতিরা ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজনকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

বর্তমান পুরবোর্ডের আমলে গত এক বছরের মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন -

	দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী রোগীর সংখ্যা	অন্যান্য নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের রোগীর সংখ্যা	মোট সংখ্যা
বহিঃর্বিভাগ বিভিন্ন বিভাগে আগত আউটডোরের রোগীর সংখ্যা	৭৬৪ জন	১৯১৬৬ জন	১৯৯৩০ জন
অন্তঃর্বিভাগ তথা ইনডোরে ভর্তি রোগীর সংখ্যা	৩ জন	১৪৫৩ জন	১৪৫৬ জন
রোগ নির্ণয়ের জন্য প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ গ্রহন করেছেন	৬১ জন	১৫৫৪৩ জন	১৫৬০৪ জন

''জননী সুরক্ষা যোজনা''র অন্তর্গত সরকারী পরিষেবা দেওয়া হয় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই হাসপাতালে এখন মোট ৪২ টি শয্যা রয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী মহাশয় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তিন তলার রিকভারী ওয়ার্ডে ১২ টি নূতন শয্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি বিশিষ্ঠ একটি ইউনিট এর উদ্বোধন করেন তিনি। আগামী দিনে আমরা এই মাতৃ সদনে একটি পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশু বিভাগ গড়ে তুলতে চলেছি।

১১. অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প ঃ

অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত বেতনভোগী শ্রমিক স্বনিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য এই প্রকল্পটাই ২০০১ সাল থেকে পুরসভায় চলছে। এই প্রকল্পের উপকৃত শ্রমিক তাঁর নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট প্রতিমাসে ২০ (কুড়ি) টাকা অথবা ২০ টাকার গুনিতকে সর্বাধিক ২৪০ টাকা করে দিতে পারবেন। রাজ্য সরকারও ঐ অ্যাকাউন্টে শ্রমিকের প্রদেয় টাকার সমপরিমান অর্থ প্রদান করবে। রাজ্য সরকার মোট টাকার ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেবে।

আমাদের পুরসভার অন্তগর্ত এলাকায় গত এক বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে -

	৩১.০৩.২০১০	৩১.০৩.২০১১
মোট অংশগ্রহনকারী শ্রমিকের সংখ্যা	৫২, ৫০৪	৯৬, ৯৯৪

এই সংখ্যাবৃদ্ধিতে পুরসভার প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা সফল হয়েছে।

১২. বেসিক সার্ভিসেস ফর দি আরবান পুওর (BSUP) ঃ

এটি জহরলাল নেহেরু ন্যাশানাল আরবান রিনিউয়াল মিশন **(JNNURM)** এর অন্তর্গত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তিবাসী গৃহহীনদের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ এবং বস্তি অঞ্চলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ণ। এই প্রকল্পে গত এক বছরে কাজ হয়েছে এরকম -

	জুন ২০১০	জুন ২০১১
বাসগৃহ নির্মণ সম্পূর্ণ হয়েছে	৬১২	৯৫৫
বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে	১০৩১	১২১৫

চিহ্নিত প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার কাজ চলছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পে বিগত এক বছরে স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনার অগ্রগতি ঃ

১. **ক্ষুদ্র ঋণদান ও স্বল্প সঞ্চয় গোষ্ঠী গঠন ঃ** জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১১ বর্ষে বারাকপুর ১ ও ২ নং সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি বারাকপুর পৌর এলাকায় ৫৫টি সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠী (T&CG) গঠন করেছে ।এই এক বছরে প্রায় ৯৯০ জন দরিদ্র মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

২. **আবর্তন মূলধন থেকে ঋণদান ঃ**

বিগত ১ বছরে আবর্তন মূলধন (Revolving Fund) থেকে ২০ লক্ষ টাকা ৪০০ জন দরিদ্র মহিলাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

৩. **বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন ঃ**

সুডার (SUDA)অনুদানে ৫টি বৃত্তিমূলক ট্রেডে প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়েছে এ বছর। ট্রেডগুলি যথাক্রমে Tally, DTP, Mobile Repairing, Fancy Bag and Ornaments making and Two Wheeler repairing and Servicing উল্লেখিত ট্রেডগুলিতে ১২৫ জন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলা ও পুরুষের প্রশিক্ষণ হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৩০ জন বিভিন্ন সংস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে।

৪. রাজ্যের **বিভিন্ন মেলায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের অংশগ্রহন ঃ**

গত ০৯-২০ ডিসেম্বর ২০১০ সল্টলেকের সেন্ট্রালপার্কে অনুষ্ঠিত " সারসমেলা ২০১০" এ এই পুরসভার পর্ণা ডাকুয়া, দিশারী ডাকুয়া, সহেলী ডাকুয়া গোষ্ঠীর দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলারা অংশগ্রহন করেন এবং ৭ দিনে প্রায় ২.৫ লক্ষ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার মত রোজগার হয়।

রাজারহাটে অনুষ্ঠিত গত ০৭-১৬ জানুয়ারী ২০১১ "সবলা ২০১১" মেলায় বিভিন্ন ডাকুয়া গোষ্ঠীর দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলারা বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রদর্শন করেন। এই মেলা.ও পানিহাটি মেলা কারুকৃতি ডাকুয়া গোষ্ঠীর তৈরী পিঠেপুলি দর্শকদের রসনা তৃপ্তি করেছে।

LEXPO ২০১১ তে এই বছর প্রথম আমাদের এই পৌরসভার সহেলী ডাকুয়া গোষ্ঠী অংশগ্রহন করেন এবং প্রায় ৪৭,০০০.০০ (সাতচল্লিশ হাজার) টাকা চামড়ার দ্রব্য বিক্রয় করেন।

৫. ক্ষুদ্র ঋণদান ও সঞ্চয় গোষ্ঠীর জন্য বরা ডি.এফ.আই.ডি. প্রদত্ত আবর্তন মূলক ব্যবস্থাপনা ঃ

পশ্চিমবঙ্গের পৌর অঞ্চলের স্বর্ণজয়ন্তী শহরী যোজনার প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ঋণদান ও সঞ্চয় গোষ্ঠী গুলির (T&CG) আবর্তন মূলধনের পরিমান বৃদ্ধির জন্য রাজ্য নগরোন্নয়ন সংস্থা (SUDA)ব্রিটিশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID) র কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।

বারাকপুর পুরসভার সি.ডি.এস ১নং এবং সি.ডি.এস ২নং ৮৬৪ র (T&CG) র গোষ্ঠীর জন্য ১৪,৮২,৪৬৪.০০ (চোদ্দ লক্ষ বিরাশি হাজার চার শত চৌষট্টি) টাকা আবর্তনমূলক মূলধন থেকে পাওয়া গেছে।

৬. KUSP বস্তি পরিকাঠামো উন্নয়নের ঠিকাদারী কাজ ঃ

সি.ডি.এস পরিচালিত বস্তি পরিকাঠামো উন্নয়নে. এ বছরে ৭৫,২৬,৩৪২.০০ (পঁচাত্তর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ) টাকার কাজ হয়েছে।

সি.ডি.এস-১ এর অন্তর্গত ১৩ নং ওয়ার্ডে এ. কে.রোড. ওয়েষ্ট বস্তি এবং কাছারি বাগান বস্তির কাজ হয়েছে।

সি.ডি.এস-২ এর অন্তর্গত ২১ নং ওয়ার্ডে মেথর বস্তির কাজ হয়েছে।

এই কাজে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ২৫৮ জন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলা যুক্ত ছিলেন।

৭. সি.ডি.এস এর পরিচালনায় ১৭ নং ও ১৯ নং ওয়ার্ডের বস্তিবাসী পরিবার থেকে জঞ্জাল অপসারণ ঃ

১৯ নং ওয়ার্ডের তালপুকুর ১ ও ২ বস্তি এবং সরকার বাগান বস্তির ৫৫৮টি থেকে জঞ্জাল অপসারনের জন্য ২জন সাফাই কর্মী ও ২ জন তদারকি কর্মী নিযুক্ত আছেন।

১৭ নং ওয়ার্ডের ৫ টি বস্তির ৯০৫ টি পরিবার থেকে জঞ্জাল অপসারনের জন্য ২ জন তদারকি কর্মী নিযুক্ত আছেন।

৮. সি.ডি.এস-১ ও সি.ডি.এস-২ এর তত্বাবধানে সাফাই কার্য ঃ

সি.ডি.এস-১ এর অন্তর্গত ১২,১৩,১৯,২০ এবং সি.ডি.এস-২ এর অন্তর্গত ৫ এবং ১১ নং ওয়ার্ডে ড্রেন পরিস্কারের ও রাস্তা সাফাইয়ের কাজে ৫৭ জন সাফাই কর্মী ও ১৭ জন তদারকি কর্মী নিযুক্ত আছেন। এছাড়া১৭ নং ওয়ার্ডের Trenching Ground এর তদারকির জন্য ৩ জন তদারকি কর্মী নিযুক্ত আছে।

৯. বিগত ১ বছরে সি.ডি.এস-১ এর উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম ঃ

বারাকপুর ১নং সমষ্টি উন্নয়ন সমিতি তাদের স্বল্প সঞ্চয় ও ঋণদান গোষ্ঠীর নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইনোভেটিভ চ্যালেঞ্জ ফান্ডের সহযোগীতায় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয় বারাকপুর পৌর এলাকায় ১৩, ১৪, ১৬, ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডে। টি.সি.জির ১৮০ জন মহিলাকে সনাক্ত করে ছয়টি শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্পে ৬ জন শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন। প্রতিটি কেন্দ্র সপ্তাহে ৫ দিন, ২ ঘন্টা করে ক্লাস হয়। এই প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য ইনোভেটিভ চ্যালেঞ্জ ফান্ড থেকে ৪,৯২,৫০০.০০ টাকার অনুদান পাওয়া গেছে। পড়ার আগ্রহ যে কোন মানুষের মধ্যে কি পরিমান আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় তা এই শিক্ষার্থীদের না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

১০. মিড ডে মিল কর্মসূচী রূপায়ন ঃ

বারাকপুর পৌরসভা মিড ডে মিল রন্ধন ও বিতরণের কাজ CDS-II কে অর্পণ করেছে। পৌরসভার সহায়তায় বিভিন্ন SHG গোষ্ঠীর সদস্যাদের নিয়ে এই প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। বর্তমানে এই কাজের ৮টি রন্ধন কেন্দ্রে ৫৫ জন মহিলা নিযুক্ত। তারা শণিবার ব্যাতীত প্রতি কাজের দিনে অনুদান প্রাপ্ত ৪০টি সরকারী ও ১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি সরকারী বিদ্যালয় , ৩টি শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় ও বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত ১টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়) ৬০৩৩ জন ছাত্র ছাত্রীকে রন্ধন করা খাবার পরিবেশন করে থাকে। এই কর্মসূচীতে ৫টি ডাকুয়া গোষ্ঠীর দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলারা মশলা ও সোয়াবিন সরবরাহ করে থাকে।

বর্তমান পুরবোর্ডের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

- ❖ বারাকপুর পুরসভাকে আরো দক্ষ ও গতিশীল করা এবং এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নত মানের পুর পরিষেবা দিতে সক্ষমতা অর্জন করা।
- ❖ শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করা, নিকাশী নালা আবর্জনা মুক্ত করা।
- ❖ নাগরিকদের সঠিক ক্ষোভের প্রতিকার যত দূর সম্ভব দ্রুত করা।

- ❖ পুরসভার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সুষ্ঠ ভাবে করা হবে।
- ❖ পুর সভার আয় বৃদ্ধি করা।
- ❖ শিশু শ্রম নিবারণ করে শহরের দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী বেকার যুবকদের জন্য শহরী রোজগার যোজনার মত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শতকরা ১০০ ভাগ রূপায়ন করতে হবে। স্বয়ম্ভর গোষ্টীর সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেনীর শিক্ষিত যুবকদের কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে উপার্জনক্ষম করে তোলা।
- ❖ ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পগুলির বিস্তার ঘটানো হবে।
- ❖ নাগরিকদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার লক্ষে উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
- ❖ ভূগর্ভস্ত পানীয় জলের উপরে নির্ভরতা কমিয়ে গঙ্গার জলের ভান্ডার থেকে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা।
- ❖ অচিরাচরিত শক্তি (সৌর বিদ্যুৎ) ব্যবহার করে পরিবেশ বান্ধব আলোর ব্যবস্থা করা।
- ❖ পরিশীলিত সাংস্কৃতিক চর্চার পরিকাঠামো উন্নত করা।
- ❖ শহরের পরিবেশ দূষণ রোধ করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা।
- ❖ বাজারে পণ্যবিক্রয়ের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থেই উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
- ❖ বি.পি.এল. তালিকা সংশোধন করা।
- ❖ রেশন দোকানের মাধ্যমে গণ বন্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ন।
- ❖

লক্ষ্যপূরণে - আমাদের উদ্যোগ এবং অগ্রগতি ঃ

- **কলকাতা মেট্রোপলিটান ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটির** উদ্যোগে ও জহরলাল নেহেরু আরবান রিন্যুয়াল মিশন এর অর্থ সাহায্যে গঙ্গাঁ থেকে পরিশোধিত পানীয় জল আগামী দিনে এই পুরসভার নাগরিকদের সরবরাহ করা হবে। জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ ও অন্যান্য পরিকাঠামো সংশ্লিষ্ট কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। বর্তমান পুরবোর্ড এই কাজটির জন্য খরচ নির্বাহ করবে, এ বিষয়ে উপযুক্ত কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

- **এই পুরসভার নাগরিকদের উন্নত এবং কার্যকরী স্বাস্থ্য পরিষেবা** দেবার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। ভর্তুকি দিয়ে পুরসভার নিজস্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ ও স্থানীয় মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে আরো আধুনিক পরিষেবা দেবার সীমাবদ্ধতা থাকায়, বেসরকারী ও সরকারী অংশীদারিত্বের (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) একটি আধুনিক হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান পুরবোর্ড। এই কাজের জন্য পুরসভার নিজস্ব জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

- **পুরসভার নিজস্ব পত্রিকা ''বারাকপুর পুরকথা''** নূতন রূপে পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

- **প্রতি ওয়ার্ডে গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ ও গতিশীল** করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহযোগিতায় ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের সভাপতিত্বে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বি.পি.এল. তালিকা ভুক্ত নাগরিক এবং সরকারের একজন মনোনীত সদস্যকে নিয়ে একটি নজরদারি কমিটি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

- **প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির তদারকি এবং ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি** কাজকর্ম পর্যালোচনার জন্য নূতন করে ওয়ার্ড এডুকেশন কমিটি গড়ে তোলা হচ্ছে।

- **কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ও এলাকার সাংসদ মাননীয় দীনেশ ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগে ও অ্যাপোলো গ্লেনগেলস্রে এর সহযোগিতায় দুটি মোবাইল স্বাস্থ্য পরীক্ষার** ভ্যান সমস্ত ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

- **কল্যানী রোড সংলগ্ন রয়্যাল পার্ককে** নূতন করে সাজানো এবং পুনর্বিন্যাস করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

- **গঙ্গা তীরে পুরসভার নিজস্ব জমিতে একটি অতিথি নিবাস** গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

- **এই পুরসভার অধীনস্ত সুকান্ত সদনের সংলগ্ন জমিতে একটি আধুনিক বাণিজ্যকেন্দ্র** গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

- **পৌরসভার আয় বৃদ্ধি ঃ** এক বছরে এই পুরবোর্ডের আমলে পৌরসভার আয় গত বছরের তুলনায় ১, ৩৩, ৬৪, ০০০ (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার) টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৯-২০১০ আর্থিক বৎসরে পৌরসভার আয় হয়েছিল ৪,১০,৩১,০০০ (চার কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা)। গত ২০১০-২০১১ আর্থিক বৎসরে পৌরসভার আয় হয়েছে ৫,৪৩,৯৫,০০০ (পাঁচ কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা। জলকর আদায় গত এক বছর ধরে স্থগিত রয়েছে। অন্যান্য কর সংগ্রহ, বিজ্ঞাপনের বিল বোর্ডের উপর কর আদায়, বিভিন্ন পরিষেবার উপর নির্ধারিত ফি আদায়ে জোর দেওয়ার ফলে এই বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ''রাজ্য মূল্যায়ণ পর্ষদের'' নিয়মনীতির কাঠামোর মধ্যে থেকে এই পুরসভার অন্তর্গত হোল্ডিংগুলির সম্পত্তি করের মূল্যায়ণ ও নূতন হারে সম্পত্তি কর বিন্যাসের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পৌরসভার নিজস্ব আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই নাগরিক পরিষেবা প্রদানের খরচ হিসাবে ব্যয় করা হয়। বর্তমান বছরের আদমসুমারিতে এই পৌরসভার জনসংখ্যা আনুমানিক ৮ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। পুর পরিসেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা নিয়মিত ভাবে বেড়ে চলেছে। এর ফলে পৌরপরিষেবা পরিকাঠামোর উপর চাপ বাড়ছে। এমতাবস্থায় পুরসভার বর্ধিত খরচ বৃদ্ধি সামাল দিতে আয় বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন।

- **সংস্কৃতি চর্চা ঃ** গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১০ পুরসভায় আয়োজিত হয়েছে রাজ্য ছাত্র ও যুব উৎসব। প্রতিযোগিতা মূলক এই উৎসবে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সুকান্ত সদনে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল ছোটদের বসে আঁকো, বিতর্কসভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার। বারাকপুরের বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দ, সংগীত শিল্পী বিচারকের দায়িত্বগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পৌরসভা ভবনে। **২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস** পালন করা হয় যথাযথ মর্যাদায়। সকালে প্রভাতফেরীর আয়োজন করা হয়। ছাত্র-যুবদের একটি মিছিল পুরসভাভবন থেকে সুকান্ত সদন পর্যন্ত পদযাত্রায় সামিল হন। ***৫ জুলাই ২০১০ পুরসভা প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন*** উৎসব আয়োজিত হয়। পৌরপ্রধান সহ সমস্ত কাউন্সিলার বৃক্ষরোপনে অংশগ্রহন করেন। পৌরসভার উদ্যোগে গত **২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধজন্মশতবার্ষিকী** উদ্‌যাপন সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **এই পৌরসভার স্থায়ী পুরকর্মীদের জন্য গ্রুপ গ্র্যাচুইটি স্কিম** গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে এই নূতন পরিকল্পনা কর্মী স্বার্থে নেওয়া হয়েছে। এরফলে অবসর কালে পুরকর্মীদের গ্র্যাচুইটির অর্থ পাওয়া নিশ্চিত হয়েছে।

- এই বছরেই সমস্ত পুরকর্মীদের মাসিক বেতন **ব্যাঙ্কের মাধ্যমে** দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরিশেষে ঃ

আপনাদের আশীর্ব্বাদে বর্তমান পুরবোর্ড ক্ষমতাসীন হবার এক বছরের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ণমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও তৃণমূল-কংগ্রেস জোট বিপুল জনসমর্থন পেয়ে রাজ্যসরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এই প্রেক্ষাপটে সাধারন মানুষের আস্থা ও প্রত্যাশা আমাদের দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমারা আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রয়েছি। এক বছর যথেষ্ট বেশি সময় নয়। তথাপি ভবিষ্যত দিনগুলিতে আরো উন্নত পুরপরিষেবা দিতে বারাকপুরের নাগরিকদের কাছে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

বিনীত

উত্তম দাস

পৌরপ্রধান

বারাকপুর পৌরসভা